গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ১১ সংখ্যা | ২৫ - ৩১ অক্টোবর ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে

অভয়া ধর্ষণ-খুন কাণ্ড নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ১৫ অক্টোবরের দ্বিতীয় শুনানিও প্রথমটির মতোই দেশের মানুষকে হতাশ করেছে। সিবিআই যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট এ দিন সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেছে তাতে প্রথম শুনানির থেকে আলাদা কিছুই পাওয়া যায়নি।

৯ আগস্টের আর জি করের ঘটনার পরদিন কলকাতা পুলিশ সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করে এবং ধর্ষণ-খুনের জন্য তাকেই দায়ী করে। তারপর সিবিআই তদন্তভার নেয় এবং ঘটনার ৫৮ দিনের মাথায় ৭ অক্টোবর তার প্রথম চার্জশিট জমা দেয়। তাতে দেখা যায় কার্যত কলকাতা পুলিশের রিপোর্টটির জেরক্স কপিই তারা জমা দিয়েছে। যে একজনকে কলকাতা পুলিশ গ্রেফতার করেছিল, সিবিআই তার বাইরে কিছুই করতে পারেনি। তা হলে দু'মাস ধরে সিবিআই যে এত তদন্ত চালাল তার রিপোর্ট কোথায়? এর উত্তর পায়নি দেশের মানুষ। সিবিআই অফিসাররা শুধু বলেছিলেন, আরও কাউকে যদি দোষী হিসাবে পাওয়া যায় তাদের নাম অতিরিক্ত চার্জশিট হিসাবে পরে জমা দেওয়া হবে। স্বাভাবিক ভাবেই সারা দেশের মানুষ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী শুনানির জন্য। কিন্তু ১৫ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতেও কোনও নতুন নাম পাওয়া গেল না। আশ্চর্যের বিষয়, গোটা শুনানি পর্বে অভয়ার খুন-ধর্ষণের প্রসঙ্গ প্রায় উঠলই না বলা চলে। আইনজীবী এবং বিচারপতিরা মূল বিষয়— অভয়ার ধর্ষণ-খুন এবং তার ষড়যন্ত্রে কারা যুক্ত তা শনাক্ত করার পরিবর্তে সিভিক ভলান্টিয়ারদের নিয়োগ বিষয় নিয়েই কাটিয়ে দিলেন। অর্থাৎ রাজ্য সরকারের বক্তব্যেই যেমন সিবিআই সিলমোহর দিচ্ছে, তেমনই সুপ্রিম কোর্টও প্রকারান্তরে তাতেই সিলমোহর দিয়ে চলেছে। বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, অভয়ার খুন-ধর্ষণে দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারে সিবিআইয়ের যতখানি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, তার থেকে বেশি সময় তারা ব্যয় করছে হাসপাতালের দুর্নীতি প্রভৃতি বিষয়ের তদন্তে। অন্তর্বর্তীকালীন কিছু পর্যবেক্ষণ দেখে যেখানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত বিচলিত

চারের পাতায় দেখুন

আন্দোলনের অর্জন

- সিবিআই কর্তৃক পূর্বতন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ, টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডল প্রমুখ গ্রেফতার।
- নিজের অনড় মনোভাব থেকে সরে এসে জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মতো মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক পুলিশ কমিশনার, ডিসি নর্থ, ডিএমই, ডিএইচএস-দের পদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত।
- আর জি করে থ্রেট সিন্ডিকেটের মাথাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার দাবি মেনে কলেজে এনকোয়ারি কমিটি গঠন এবং তোলাবাজি ও হুমকির জন্য দায়ী টিএমসিপি নেতাদের মধ্যে ১০ জনকে বহিষ্কার সহ ৫৯ জনের শাস্তি।
- অভূতপূর্ব জনজাগরণ, যা যে কোনও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা নেবে।
- সিসিটিভি সহ হাসপাতালের নানা পরিকাঠামোগত উন্নয়নে দ্রুত পদক্ষেপ।

'জাস্টিস ফর আর জি কর' ঃ সিবিআই দপ্তর অভিযানে নাগরিক সমাজ

● *ন্যায়বিচারের দাবিতে সল্টলেকে করুণাময়ী থেকে সিবিআই দপ্তর অভিমুখে নাগরিক মিছিল। ১২ অক্টোবর*

কার্নিভাল বনাম কার্নিভাল
ক্ষমতাদর্পী ও ক্ষমতালিপ্সুর লড়াই

এ বারেও ছবিটা অন্য রকম হল না।

কর্তব্যরত অবস্থায় আর জি কর হাসপাতালের চিকিৎসক-ছাত্রী 'অভয়া'র নৃশংস হত্যার ঘটনায় গোটা দেশ বিক্ষোভ-প্রতিবাদে উত্তাল। ন্যায়বিচারের দাবিতে প্রতিদিন মিছিল-মিটিংয়ে সামিল হচ্ছেন রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ। সহকর্মী-হত্যার যথাযথ কিনারা, দোষীদের শাস্তি সহ নিরাপত্তা সংক্রান্ত নানা দাবিতে জুনিয়র ডাক্তাররা আন্দোলনে রয়েছেন, দিনের পর দিন অনশন করছেন। জয়নগরের কাছে কৃপাখালীতে ছাত্রীর রক্তাক্ত মৃতদেহ মানুষকে যন্ত্রণায় দীর্ণ করেছে। সারা বছর প্রতীক্ষা থাকে যার, সেই শারদোৎসবেও মানুষ এ বার যেন তেমন আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারেনি। মুখ্যমন্ত্রী ধমক দিয়ে বলেছিলেন— অনেক হয়েছে, এবার উৎসবে ফিরুন। মানুষ তার তীব্র বিরোধিতা করেছিল। বলেছিল— পুজো হোক, কিন্তু উৎসব নয়। বহু পুজো কমিটি সরকারি অনুদান প্রত্যাখ্যান করেছিল। এই পরিবেশে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে আন্দোলনকারীদের প্রতি মানবিক মনোভাব আশা করেছিল মানুষ। বিশেষ করে মুখ্যমন্ত্রী নিজে একজন মহিলা হওয়ায়, অভয়ার এই মর্মান্তিক মৃত্যুতে তাঁর কাছ থেকে সমব্যথী আচরণের প্রত্যাশা ছিল। তা ছাড়া কার্নিভাল তো পুজোর অঙ্গ নয়, ভোটের দিকে তাকিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্কপ্রসূত এক আড়ম্বর মাত্র। কিন্তু চূড়ান্ত অসংবেদী মানসিকতার পরিচয় দিয়ে এবারেও সরকারি রুটিনের ব্যতিক্রম হল না। অন্য বারের মতোই প্রবল জাঁকজমক সহযোগে পালিত হল পূজা-কার্নিভাল।

ছয়ের পাতায় দেখুন

বীরভূমে খনি দুর্ঘটনায় শ্রমিকমৃত্যুর জন্য প্রশাসনের অবহেলাই দায়ী

একদিকে যখন আর জি করের নৃশংস ঘটনার বিরুদ্ধে ন্যায়বিচারের দাবিতে রাজ্য তথা দেশ জুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষের আন্দোলন চলছে, সেদিকে কর্ণপাত না করে মুখ্যমন্ত্রী তখন ফিতে কেটে শারদ উৎসবে রাজ্যবাসীকে মেতে ওঠার আহ্বান করছেন। নির্যাতিতা অভয়া এবং প্রতিবাদে মুখর লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতি একে বিদ্রূপ ছাড়া আর কি বলা যাবে? সেই আবহে রাজ্য প্রশাসনের চূড়ান্ত অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় ঘটল এক ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা। ৭ অক্টোবর বীরভূমের খয়রাশোল ব্লকের গঙ্গারামচক খোলামুখ কয়লা খনি এলাকায় সকালে এই ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে সরকারি

সিউড়ি জেলাশাসক দপ্তরে দলের বিক্ষোভ। ৮ অক্টোবর

ছয়ের পাতায় দেখুন

মদ জুয়া রোধে বেলে-দুর্গানগরে মিছিল

রাজ্যে মদ ও মাদকদ্রব্যে আসক্তি বাড়ছে। এর মধ্যেই দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগরের বেলেদুর্গানগর অঞ্চলের ভবানীমারী মোড়ে মদের দোকান খোলার বিরুদ্ধে এলাকার ছাত্র, যুব, মহিলারা ৮ অক্টোবর মিছিল করেন। তাদের দাবি, এই দোকানের থেকে ৩০০ মিটারের মধ্যে সরকারি প্রাইমারি স্কুল, দুটি কেজি স্কুল সহ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ওই মোড় থেকে ২ কিমির মধ্যে দুটি হাইস্কুল রয়েছে। লক্ষণীয়, সমাজে নারী নির্যাতন সহ নানা যে অসামাজিক ঘটনা ঘটছে তার সঙ্গে নেশার যোগ রয়েছে। ছাত্রছাত্রী সহ এলাকার মা, মেয়ে, বোনেদের নিরাপত্তার স্বার্থে এ দোকান খুলতে দেওয়া যাবে না— এই দাবিতে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়, প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের ঘোষণা করা হয়।

গ্রামের রাস্তা বন্ধে রেল দপ্তরের চেষ্টা

রুখে দিল বোয়ালদার মানুষ

প্রায় দু'বছর ধরে দক্ষিণ দিনাজপুরে বালুরঘাট থানার দুর্লভপুর ও পোড়ামাধইলের মাঝখানে

রেললাইনে দুর্ঘটনা এড়াতে ওভারব্রিজ অথবা ২৪ ঘন্টা গার্ড সহ রেলগেটের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন বোয়ালদার স্থানীয় মানুষ। গড়ে তুলেছেন বোয়ালদার অঞ্চল নাগরিক সুরক্ষা কমিটি। বারবার দরবার করেছেন রেল দপ্তর, জেলা প্রশাসন এমনকি বিজেপির সাংসদের কাছে দুই হাজার স্বাক্ষর সম্বলিত দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি ফাঁকা প্রতিশ্রুতি ছাড়া।

এর মধ্যে ৩০ সেপ্টেম্বর রেললাইনের দুই পাশের গ্রামের রাস্তা বন্ধ করার জন্য রেল দপ্তর উদ্যোগ নিলে কমিটির লোকজন সাংসদকে জানান। তিনি জানান, রাস্তা আপাতত বন্ধ হবে না। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে যথারীতি রেলের লোকজন রাস্তা বন্ধ করতে গেলে ছাত্র ছাত্রীসহ এলাকাবাসীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

আন্দোলনের দাবিকে গুরুত্ব না দিয়ে উল্টে ১৭টি গ্রামের মানুষের যাতায়াতের রাস্তা বন্ধ করার এই সিদ্ধান্তে এলাকার লোকজন প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এরপর গত ৪ অক্টোবর সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের কাছে কমিটির পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। তিনি রাজ্যের উপর দায় চাপিয়ে দায়িত্ব সেরেছেন। এরপর এলাকার শতাধিক মানুষ বোয়ালদার অঞ্চল নাগরিক সুরক্ষা কমিটির ব্যানারে দৃপ্ত স্লোগানে জেলাশাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দিতে যান। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অতিরিক্ত জেলাশাসক ৭ জনের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বসেন এবং আগামী ২৫ অক্টোবর রেল দপ্তরের সাথে তিনি বৈঠকে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে জানান।

দীর্ঘ বঞ্চনার শিকার মিড-ডে মিল কর্মীরা

সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন, কল্যাণী ব্লক কমিটির পক্ষ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর নদীয়ার কল্যাণী এসডিও অফিসে স্মারকলিপি দিয়ে দাবি করা হয়— বছরে বারো মাসের বেতন দিতে হবে, সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, সমকাজে সমবেতন নীতি মেনে অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকাদের সমান বেতন মাসে ৬৩০০ টাকা অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা ভাতা ইত্যাদি দাবি জানান তারা। পরে একটি মিছিল হয়। সেখানে আর জি করের ন্যায় বিচারের দাবিও ওঠে। নেতৃত্ব দেন নীহার সরকার, সুচিত্রা সরকার, পার্বতী বিশ্বাস ও ইতি সরকার।

পূর্ব মেদিনীপুরে জলবন্দি এলাকায়

খালের সংস্কার চাই

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট-পাঁশকুড়ার সোয়াদিঘি খাল সংলগ্ন জলবন্দি এলাকার জমা দূষিত জল দ্রুত বের করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রাখেনি জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক সোয়াদিঘি খাল পরিদর্শনে এসে সেচ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, খালের রামতারক থেকে নোনাকুড়ি পর্যন্ত অংশে পাঁচ দিনের মধ্যে খাল সংস্কার করতে হবে। কিন্তু সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। ১৪ অক্টোবর জেলাশাসক দপ্তরে ডাকা সভায় পূর্ব মেদিনীপুর বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি ও সোয়াদিঘি খাল সংস্কার কমিটির প্রতিনিধিরা এর তীব্র প্রতিবাদ করেন।

সংগঠন দুটির নেতৃবৃন্দ জানান, সাত দিনে গড়ে প্রতিদিন মাত্র এক ইঞ্চি করে জমা জল বের হয়েছে। এলাকায় নানা ধরনের চর্মরোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। অতি দ্রুত জলবন্দি পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে এবং বর্ষার পরই যে কোনও উপায়েই সোয়াদিঘি সহ সব শাখা খালগুলি পূর্ণাঙ্গ সংস্কার করতে হবে। না হলে ভুক্তভোগীদের নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। অন্য দিকে কোলাঘাট ব্লকের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিকাশি দেহাটি খাল এলাকায় জলনিকাশির অভাবে প্রায় ২০-২৫টি গ্রাম প্রায় মাসাধিক কাল ধরে জলমগ্ন রয়েছে। ওই জমা জল দ্রুত বের করার বিষয়েও ১৪ অক্টোবর কোলাঘাট ব্লকের বিডিও অফিসে অনুষ্ঠিত প্রশাসনিক সভায় দাবি করা হয় জলনিকাশিতে বাধা সৃষ্টিকারী গোবিন্দচকের দুটি বেআইনি মাছের ভেড়ি মধ্যবর্তী নাসা খাল অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে।

জীবনাবসান

কলকাতায় দলের দৃঢ় সমর্থক এবং শিক্ষক আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক কমরেড নির্মল সাহা ১৫ সেপ্টেম্বর হাওড়ায় ফুলেশ্বরের এক হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর।

কলকাতার পুঁটিয়ারি ব্রজমোহন তিওয়ারী ইনস্টিটিউশন ফর বয়েজ স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করতেন। তিনি শিক্ষার উপর যে কোনও আক্রমণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। শিক্ষকদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিতেন। পূর্বতন সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ইংরেজি ও পাশ-ফেল তুলে দেওয়ার সর্বনাশা নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। সিপিএম সরকারের শিক্ষকদের অবসরের বয়স কমিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাজ্য জুড়ে গড়ে ওঠা শিক্ষক আন্দোলনে তিনি ছিলেন প্রথম সারিতে।

শিক্ষক আন্দোলনে দলীয় সংকীর্ণতাকে মোকাবিলা করে নানা দল-মতের শিক্ষককে একত্রিত করে মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি গড়ে তোলার প্রধান সংগঠক তপন রায়চৌধুরীর নেতৃত্বে তিনি এই সমিতি গঠনে এগিয়ে আসেন। শিক্ষা আন্দোলন প্রসঙ্গে নেতৃত্বের বক্তব্য বুঝে নিতে তাঁর একাগ্রচিত্ততা ছিল লক্ষণীয়। তিনি শিক্ষক আন্দোলনের মুখপত্র সম্পাদনার কাজ করেছেন সুচারু রূপে। শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষত নাটকের জগতে তাঁর কিছু রচনা পাঠকদের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন একনিষ্ঠ সমর্থককে হারাল।

কমরেড নির্মল সাহা লাল সেলাম

শ্যামপুরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে

প্রশাসনের কাছে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

হাওড়ায় শ্যামপুর বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় ১৩ অক্টোবর সন্ধ্যা থেকেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়। প্রথম থেকেই পুলিশ ছিল নীরব দর্শকের ভূমিকায়। ঘটনার অনেক পরে তারা সক্রিয় হয়। ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মানুষ ভীত, সন্ত্রস্ত এবং নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

বেশ কয়েক দিন আগেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের সম্ভাবনা জানা সত্ত্বেও স্থানীয় পুলিশ বিষয়টির নিষ্পত্তির বদলে অযথা সময় নষ্ট করেছে। তারই ফল এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বলে এলাকার মানুষ মনে করছেন। এই অবস্থায় ১৫ অক্টোবর এসইউসিআই(সি) শ্যামপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক প্রদীপ মণ্ডলের নেতৃত্বে শ্যামপুর থানা ও বিডিওতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ওই দিন দলের হাওড়া গ্রামীণ জেলা সম্পাদিকা কমরেড মিনতি সরকারের নেতৃত্বে তিনজন প্রতিনিধি উলুবেড়িয়া মহকুমা শাসকের কাছে এবং জেলা কমিটির সদস্য কমরেড জয়ন্ত খাটুয়ার নেতৃত্বে তিনজন প্রতিনিধি উলুবেড়িয়া এসডিপিও-র কাছে স্মারকলিপি দেন।

কমরেড মিনতি সরকার অপরাধীদের গ্রেপ্তার এবং এলাকায় দ্রুত শান্তি-শৃঙ্খলা ও ভয়মুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। তিনি অবিলম্বে প্রশাসনের উদ্যোগে সর্বদলীয় ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ক্লাবগুলিকে নিয়ে বৈঠক ও শান্তি মিছিলের মাধ্যমে এলাকাবাসীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। তিনি আরও দাবি করেন, এ ধরনের দুঃখজনক ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে তৎপর থাকতে হবে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এবং গুজব ছড়ানোর অপপ্রয়াস বন্ধ করতে আরও প্রচার করার ব্যবস্থা ও শ্যামপুর বাজারে দলের শারদীয়া বুক স্টল ভেঙে দেওয়ায় যুক্ত অপরাধীদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তার করার দাবি জানানো হয়।

বিজেপির কৌশল খাটল না, তবে এনসি-কংগ্রেস
জোটের জয়েও আনন্দিত হওয়ার কিছু নেই

হরিয়ানাতে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে অনেক কথা বললেও জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচন নিয়ে বিশেষ কোনও কথা এখন বিজেপি নেতাদের মুখে নেই। কারণটা জানা, হরিয়ানায় এক শতাংশের কম ভোটের ব্যবধান নিয়ে জিতেছে বিজেপি। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে অনেক আশা নিয়ে বিজেপি ভেবেছিল সে রাজ্যে ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হবে। আর তার পরেই লেফটেন্যান্ট গভর্নরকে দিয়ে মনোনীত সদস্য হিসাবে বিজেপির পাঁচজনকে তারা বিধানসভায় ঢুকিয়ে দেবে। গণতান্ত্রিক সমস্ত রীতি-নীতি ভেঙে এই মনোনীতদেরও ভোটাধিকার বজায় রাখার ব্যবস্থা করে রেখেছে তারা। ফলে পিছনের দরজা দিয়ে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা সরকার গড়ে ফেলবেন।

অবশ্য সদ্য সমাপ্ত হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারের লগ্নে রাজ্যটিকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলছিলেন বিজেপির দুই মহারথী। অমিত শাহ এবং নরেন্দ্র মোদি প্রচারের সুযোগ পেয়েও যাচ্ছেন না— বার্তাটি যে কোনও মানুষই বুঝবেন। তাঁরা জয়ের বিশেষ আশা দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু কংগ্রেসের আধিপত্যবাদী রাজনীতি হরিয়ানার মসনদটাকে পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনার মতো বিজেপির হাতে তুলে দিয়েছে। বিজেপি যতই হইচই করুক হরিয়ানায় জনগণের বিপুল সমর্থন তারা পায়নি।

অন্য দিকে জম্মু-কাশ্মীরের ভোটের আগে সারা ভারতে বিজেপি একটা হাওয়া তুলেছিল যে, সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিলের ফলে সে রাজ্যের মানুষ তাদের দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবে। লাদাখকে বাদ দিয়ে শুধু কাশ্মীর উপত্যকা ও জম্মু অঞ্চলকে নিয়ে বর্তমান জম্মু-কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। কিছুদিন আগে হওয়া ডি-লিমিটেশনে লাদাখকে বাদ দিয়েও মোট আসন বেড়েছে। এতে কাশ্মীর উপত্যকার তুলনায় জম্মুতে আসন বেড়েছে বেশি। কাশ্মীরের যে ৯০টি আসনে ভোট হয়েছে তার মধ্যে ন্যাশনাল কনফারেন্স পেয়েছে ৪২টি, কংগ্রেস ৬টি, বিজেপি ২৯, পিডিপি ৬, সিপিএম, আপ ও অন্যান্য দল ১টি করে আসন পেয়েছে, নির্দলরা জিতেছে ৭টি আসনে। বিজেপির আশা ছিল ৩৭০ ধারা বাতিল ও হিন্দুত্ববাদের হাওয়া তুলে তারা জম্মু এলাকার সবকটি আসনই পাবে। কিন্তু বিজেপির আশায় জল ঢেলে দিয়েছেন কাশ্মীরের জনগণ।

কাশ্মীর নির্বাচন

বিজেপি কাশ্মীর সম্বন্ধে দুটো প্রচার সারা ভারতে ছড়ায়— প্রথমটি হল, ৩৭০ ধারার অবলুপ্তিতে কাশ্মীরী জনগণ বিজেপির প্রবল ভক্ত হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়টি, কাশ্মীরে বিজেপি বিরোধী মানেই বিচ্ছিন্নতাবাদী পাকিস্তানপন্থী। এ বারের নির্বাচনে এই দুটি ভাষ্যই পরাস্ত হয়েছে। জম্মু অংশে বিজেপি ৪৩টির মধ্যে ২৯টি আসন পেয়েছে। কাশ্মীরে তারা শূন্য। রাজ্য মর্যাদা এবং ৩৭০ ধারার বিশেষ মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার পর থেকে কাশ্মীর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের নিযুক্ত লেফটেন্যান্ট গভর্নরের সরকার চরম দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদের চার বছরের শাসনে যে কোনও সরকারি পরিষেবা পেতে ঘুষের পরিমাণ বেড়েছে প্রচুর হারে। বিদ্যুতের দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক। স্মার্ট মিটারের কবলে পড়ে বিদ্যুতের দাম, সরকারের নানা কর, সমস্ত জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি সমস্যা পর্যটন ব্যবসাকে চরম ক্ষতির সামনে ফেলেছে। আপেল চাষিরা সংকটে। সরকারি দমননীতির ফলে দীর্ঘ দু'তিন বছর আপেল বাগানে কাজ খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর ওপর সার, বীজ, সেচের জলের জন্য যা খরচ হচ্ছে সেই অনুপাতে দাম নেই। আছে আপেল বাজারজাত করার জন্য পরিবহণের মারাত্মক সমস্যা। তার ওপর রেল সহ নানা কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণ আপেল ও কাশ্মীরের মহার্ঘ মশলা চাষিদের প্রবল সংকটে ফেলেছে। পূর্বতন সরকারগুলোর আমল থেকেই কাশ্মীরে অপরিকল্পিত বন ধ্বংস, ও পরিবেশ নষ্ট হয়ে চলেছে। বিজেপির কেন্দ্রীয় শাসন তাকে আরও বাড়িয়েছে। ফলে এই পরিবেশ সংবেদী (ইকনমিক্যালি ভালনারেবল) এলাকায় বন্যা, চাষের ক্ষতি ব্যাপকভাবে বেড়েছে। সম্পূর্ণ জম্মু-কাশ্মীরেই বেকারত্ব একটা ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির সময় বিজেপি সরকার এই রাজ্যের নানা উন্নয়নের গল্প শোনালেও সামরিক প্রয়োজনে রেল-সড়ক পরিবহণ পরিকাঠামোর কিছু উন্নতি ছাড়া কার্যত কিছুই হয়নি। কাশ্মীরের উপযুক্ত শিল্প স্থাপনের কোনও চেষ্টাই বিজেপি সরকার করেনি। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের যে নিরাপত্তার আশ্বাস সরকার দিয়েছিল তার কোনও অস্তিত্ব তাঁরা অন্তত টের পাননি। তাদের ঘেরাটোপের মধ্যেই থাকতে হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করা দূরে থাক, প্রায় প্রতিদিনই ছোট-বড় সংঘর্ষের খবর সংবাদপত্রে থাকেই। এর অজুহাতে আবার বহু গ্রামে নিরীহ যুবকদের সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে সরকারি বাহিনী ও মিলিটারির অত্যাচার বেড়েছে। পুরো রাজ্যেই মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার কোনও অস্তিত্ব নেই। এই অপশাসনে বিজেপির বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ এ বারের ভোটে দেখা গেল। ভূস্বর্গকে বিজেপি আপন স্বর্গ ভেবে সে রাজ্যের মানুষকে পায়ের তলায় রাখতে চেয়েছিল, তাঁরা তার জবাব কিছুটা হলেও দিয়েছেন।

জম্মু অংশেও বিজেপিকে অনেকটাই প্রত্যাখ্যান করেছে জনগণ। একমাত্র জম্মু জেলার ১১টি আসনে লেফটেন্যান্ট গভর্নর পরিচালিত সরকারি প্রশাসনের সাহায্য, 'হিন্দুরা বিপন্ন' আওয়াজ তুলে বিজেপি অনেক আগে থেকেই সাম্প্রদায়িক পরিমণ্ডল তৈরি করে রেখেছিল। অবশ্য কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের রাজনীতিও এর জন্য দায়ী। তারা জম্মু এবং কাশ্মীর উপত্যকায় বিচ্ছিন্নতাবাদের সাথে বারবার আপস করেছে। ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে তারা জম্মু হিন্দুদের কাশ্মীর মুসলমানদের— বিজেপির তৈরি এই ভাষ্যের বিরোধিতা খুব বেশি করেনি। ফলে সাফল্য পেয়েছে বিজেপি। এর সাথে প্রশাসনিক শক্তিতে সমস্ত বিরোধী কণ্ঠস্বরকে চেপে দেওয়ার সাহায্য বিজেপি এই জেলায় বেশি পেয়েছে। কিন্তু জম্মুরই বাকি জেলাগুলিতে তাদের নির্বাচনী ফল খুবই খারাপ। এমনকি যে কাঠুয়াতে পশুপালক উপজাতির এক শিশুকন্যাকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ধর্ষক-খুনিদের পক্ষ নিয়ে মিছিল করেছিল বিজেপির মন্ত্রী-বিধায়করা, সেখানেও বিজেপির ফল খুব ভাল নয়। বিজেপির হিসাব ছিল পাহাড়িদের তপশিলি উপজাতির মর্যাদা দিলে তাঁরা ঢেলে ভোট দেবেন বিজেপিকে। দেখা যাচ্ছে পাহাড়ি, গুজ্জর প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের প্রতি কেন্দ্রের সরকারের সীমাহীন বঞ্চনা ভোলেননি। জম্মুর এই অংশে বিজেপিকে কার্যত প্রত্যাখ্যান করেছে মানুষ। জম্মু এবং কাশ্মীর এলাকাতেও আজও বহু উপজাতির মানুষের প্রধান জীবিকা পশুচারণ। তাঁদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা, তাঁদের উন্নয়নে বিজেপি সরকার কিছুই করেনি। এ বারের ভোটে তাই দেখা গেল উপজাতি প্রধান অঞ্চলগুলিতে বিজেপির ফল অত্যন্ত খারাপ। শুধু তাই নয় বিজেপির সহযোগী হয়ে ২০১৯ পর্যন্ত সরকার চালানো পিডিপিকেও কার্যত প্রত্যাখ্যান করেছে কাশ্মীরের মানুষ। কংগ্রেসও জোটের ফলে কিছু আসন পেলেও বিশেষ জায়গা করতে পারেনি। তার অন্যতম কারণ, স্বাধীনতার পর থেকে কংগ্রেসই কেন্দ্রে এবং সে রাজ্যে নানা ভাবে বহু দিন ক্ষমতা ভোগ করেছে। তারা কাশ্মীরের মানুষের উন্নতি ও তাদের আত্মপরিচয়ের জন্য আন্দোলনের সাথে কার্যত বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ৩৭০ ধারা অবলুপ্তির বহু আগে থেকে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকরা বলে আসছিলেন, সন্ত্রাসবাদী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনী এই দুই পক্ষের নিগ্রহে তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ হচ্ছে। তাঁরা সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ যেমন চান না, তেমনই সামরিক শাসনও চান না। তাঁরা চেয়েছিলেন, গণতান্ত্রিক পরিবেশ এবং মর্যাদা নিয়ে বাঁচার অধিকার। ৩৭০ ধারা ছিল ভারতভুক্তির সময় কাশ্মীরের ঐতিহাসিকভাবে বিশেষ অবস্থানের স্বীকৃতি। কাশ্মীরিয়তকে নিয়ে সে রাজ্যের মানুষের যে আত্মপরিচায়ের ভাবনা, তা ধাক্কা খেয়েছে ৩৭০ ধারার অবলুপ্তিতে। কিন্তু তাঁদের এই চাওয়া যে সন্ত্রাসবাদ বা বিচ্ছিন্নতার সমর্থন নয়, তারও প্রমাণ এ বার দেখা গেল। বিচ্ছিন্নতাবাদী দলগুলির অধিকাংশ প্রার্থী এ বার পরাজিত হয়েছেন।

কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ ভারতের নাগরিক হিসাবেই অধিকার এবং মর্যাদা চাইলেও বিজেপি তার সংকীর্ণ নির্বাচনী স্বার্থে ভারতের অন্যান্য অংশে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে সুবিধা হবে বলে তাঁদের এই চাওয়াটাকেও বিচ্ছিন্নতাবাদের সমার্থক করে তুলে ধরে। কংগ্রেসও বহু ক্ষেত্রে তা করে। দেশের মানুষকে এই চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। অন্য দিকে, বিজেপিবিরোধী ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেস কাশ্মীরের মানুষের বিজেপি বিরোধী ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে আপাত কিছু সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু অতীতে তারাও এই রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল এবং জনগণের ওপর শোষণের স্টিমরোলার চালানো ও দমনপীড়নের কাজটা তারাই করেছে। তাদের আচরণের জন্যই বিক্ষুব্ধ মানুষ সন্ত্রাসবাদীদের খপ্পরে পড়েছেন বারবার। কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডল ফিরিয়ে আনতে বিজেপির বিরুদ্ধে এই ক্ষোভকে গণআন্দোলনের রূপ দেওয়ার কথা যাদের, সেই বাম-গণতান্ত্রিক শক্তি সে রাজ্যে দুর্বল। যদিও সিপিএম সেখানে আগে একটি এমপি আসন জিতেছিল, এ বারে তারা তাদের পুরনো সাংসদকেই বিধানসভায় জেতাতে পেরেছে। কিন্তু এই জয়ের ক্ষেত্রেও তারা বামপন্থার কোনও লাইন অনুসরণ করেনি। ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং কংগ্রেসের সাথে মিলে বিজেপি বিরোধী ক্ষোভকে কাজে লাগানো আর কাশ্মীরের কিছু স্থানীয় সেন্টিমেন্টই তাদের ভোট প্রচারের মূল হাতিয়ার ছিল। অথচ নাগরিক সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে জনজীবনের জ্বলন্ত দাবিগুলি নিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলাই ছিল বামপন্থীদের কর্তব্য। এমনকি যখন বিদ্যুতের স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে শ্রীনগরের শিকারা মালিক থেকে শুরু করে কাশ্মীরের সাধারণ মানুষ তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন, স্মার্ট মিটার আছড়ে ভেঙেছেন, বামপন্থী দল হয়েও সিপিএম কোনও ভূমিকা নেয়নি। গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজটা না করায় সিপিএমের নির্বাচনী সাফল্যে গণতান্ত্রিক নাগরিক শক্তি কিংবা বামপন্থা শক্তিশালী হওয়ার আশা নেই। যে কংগ্রেসের সাথে তাদের ঐক্য, সেই দলটি ভারতের অন্যান্য অংশে নরম হিন্দুত্বের লাইনে ভোট বাড়ানোর তাগিদে কাশ্মীরের জনগণের ওপর সরকারি আক্রমণের কার্যত কোনও প্রতিবাদ করে না।

কংগ্রেস কাশ্মীরে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ভোটে জিতলে তারা ৩৭০ ধারা ফিরিয়ে আনবে। যদিও তারা এটা ভালই জানে যে, এই ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। যদিও তারা সারা ভারতে ৩৭০ ধারা বাতিলের জোরালো বিরোধিতা করেনি। এই কারণেই তারা এনসি-র সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করার কথা বলেছে। তাদের ভয় কাশ্মীরের মানুষের অধিকার নিয়ে সরব হলে পাছে বাকি ভারতে বিজেপি তাদের হিন্দু ভোটে ভাগ বসিয়ে দেয়! অন্য দিকে ন্যাশনাল কনফারেন্স তাদের প্রথম ক্যাবিনেট মিটিংয়ে রাজ্যের মর্যাদা ফেরানোর দাবি তুললেও ৩৭০ ধারা নিয়ে কিছুই বলেনি। তারা কর্পোরেট মালিকদের আশীর্বাদ পেতে কেন্দ্রীয় শাসকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার লাইনেই হাঁটতে চাইছে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের প্রতিনিধি খোদ লেফটেন্যান্ট গভর্নরও তাদের এ জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছেন। এরাই আবার বিজেপি বিরোধী সর্বভারতীয় ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক।

কাশ্মীরে বিজেপির পরাজয় একদিকে গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের কাছে কাম্য। কিন্তু ন্যাশনাল কনফারেন্স কিংবা কংগ্রেস জনস্বার্থে ভূমিকা নেবে এই আশা করা বৃথা। সে ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার রক্ষায় গণতান্ত্রিক এবং যথার্থ রাস্তায় শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলনই একমাত্র বিকল্প হতে পারে। কাশ্মীরের মানুষকে নির্বাচনী চোরাগলির বাইরে এই পথটাকে খুঁজতেই হবে।

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবি

একের পাতার পর

বোধ করেছিলেন, সেখানে এতদিন পর কলকাতা পুলিশের রিপোর্টের অনুরূপ চার্জশিট পেশ করে একজনকেই এত বড় একটি ষড়যন্ত্র এবং ধর্ষণ-হত্যাকাণ্ডের চার্জশিটে আসামী করে দেখানো শুধু হতাশাজনক নয়— তা সারা দেশের চিকিৎসক-সমাজ সহ সকল মানুষের ন্যায়ের অধিকার ও প্রত্যাশার প্রতি এক চরম বিশ্বাসঘাতকতা।

দুর্নীতির তদন্ত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও তা খুন-ধর্ষণের তদন্ত থেকে আলাদা। পরীক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি, টাকা নিয়ে পাশ করানো, জাল ওষুধ ও নিম্ন মানের চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ, মৃতদেহ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি, থ্রেট কালচার প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে পূর্বতন অধ্যক্ষের যে বিরাট দুর্নীতিচক্র, যে চক্রেরই শিকার ওই চিকিৎসক-ছাত্রী, তার তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু সিবিআই যে অভয়ার ধর্ষণ-খুনে দোষীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার ও শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে, সেটিই এই মুহূর্তে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই দাবি নিয়েই সারা রাজ্য, সারা দেশের মানুষ 'জাস্টিস ফর আর জি কর' স্লোগান দিয়ে বারবার পথে নেমেছেন, রাত জেগেছেন— সেটাকেই পিছনে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে কেন? আড়াই মাস হতে চলল, পুলিশের তদন্তের বাইরে এখনও দোষীদের ব্যাপারে সিবিআই কেন নতুন কিছু যুক্ত করতে পারল না?

● *চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মীদের সিবিআই দপ্তর অভিযান। ৯ অক্টোবর*

সিবিআই-এর তদন্তে ধীরগতি কেন?

স্বাভাবিক ভাবেই জনমনে নানা প্রশ্ন উঠছে, তবে কি সিবিআই কোনও কারণে ধীরে চলো নীতি নিয়ে চলছে? কলকাতার শিয়ালদহে সিবিআই আদালতে তারা যে রিপোর্ট দিচ্ছে, দেখা যাচ্ছে বিচারকও বলছেন, তাতে অনেক ফাঁক। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সিবিআই কি যথার্থ মনোযোগ দিচ্ছে? সিবিআই কে চালায়? কেন্দ্রীয় সরকার। তবে কি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সঙ্গে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কোনও বোঝাপড়া হয়ে গেল? দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তি দিলে গণআন্দোলনের জয় সূচিত হয়ে যাবে এবং তা আগামী দিনে দেশ জুড়ে মানুষকে যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে উদ্বুদ্ধ করে তুলবে— একেই কি কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারই ভয় পাচ্ছে? না হলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার এত বড় একটা সুযোগ পেয়েও প্রধান বিরোধী দলের দাবিদার বিজেপি হাত গুটিয়ে আছে কেন? কেন আজ পর্যন্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী এমন ভয়াবহ ঘটনা নিয়ে মুখই খুললেন না? কেন এমন একটা জ্বলন্ত ইস্যুকে ছেড়ে দিয়ে বিরোধী নেতা সিঙ্গুরে গিয়ে সদ্য প্রয়াত টাটার ছবি নিয়ে মিছিল করে টাটা গোষ্ঠীকে হাতে-পায়ে ধরে ফিরিয়ে আনার নাটক করছেন?

সিবিআইকে ঘিরে ওঠা নানা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব সিবিআই-এরই। তাদেরই প্রমাণ করতে হবে যে, তাদের সম্পর্কে বহুল প্রচলিত 'খাঁচার তোতা' অভিধা সত্য নয়। প্রমাণ করতে হবে তারা একটি নিরপেক্ষ সংস্থা, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের হাতের পুতুল নয়।

● *কলকাতার সিবিআই দপ্তরের অভিমুখে মহিলাদের মিছিল। ১৭ অক্টোবর*

বাস্তবিক সারা দেশের মতো এ রাজ্যেও সিবিআইয়ের ট্র্যাক-রেকর্ড খুবই খারাপ। খুব কম মামলাই সিবিআইয়ের হাতে সাফল্যের মুখ দেখেছে। এ রাজ্যে তারা যতগুলি তদন্ত চালিয়েছে তার কোনওটিতে সাফল্য আসেনি। এই অবস্থায় জনআন্দোলনের প্রবল চাপ বজায় না রাখলে তদন্ত যে গতি হারাবে এবং দোষীরা যে ধরা পড়বে না তা জোর দিয়েই বলা যায়।

সুপ্রিম কোর্টের ভূমিকা

সুপ্রিম কোর্টই বা এ ব্যাপারে উদাসীনতা দেখাচ্ছে কেন? কে না জানে 'জাস্টিস ডিলেইড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড' অর্থাৎ, বিচারে বিলম্ব বাস্তবে বিচারহীনতারই নামান্তর। একটা সত্য এখন স্পষ্ট যে, আর জি কর আন্দোলন দেশ জুড়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে দেখে তড়িঘড়ি সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা শুরু করে (সুয়োমটো)। তাতে অনেকেই ভাবতে শুরু করেন— সুপ্রিম কোর্টই বিচার এনে দেবে। কিন্তু পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিচ্ছে, আন্দোলন না থাকলে আদালতও বিচারের বিষয়টা ঝুলিয়ে রাখবে।

সিবিআই তদন্তে গতি আনতে আন্দোলনের চাপ জরুরি

এই মুহূর্তে তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের তদন্তে শ্লথ গতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে তীব্রতর করতে হবে। অভয়ার বিচারের দাবিকে কোনও অবস্থাতেই পিছনে ঠেলে দেওয়া চলবে না। এটাই এ রাজ্য সহ দেশজোড়া জনগণের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাকে মূল্য দিয়েই এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) সিবিআইয়ের উপর চাপ তৈরিতে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার, সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম ও নার্সেস ইউনিটি ৯ অক্টোবর সল্টলেকে সিবিআই দফতর অভিযানের কর্মসূচি নেয়। বিপুল সংখ্যায় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ বহু সাধারণ নাগরিক সেই অভিযানে অংশ নেন। একই ভাবে প্রায় দেড়শো নাগরিক সংগঠনের মঞ্চ 'সিটিজেন্স ফর জাস্টিস, জাস্টিস ফর অভয়া'-র ডাকে হাজার হাজার মানুষ উৎসবের মধ্যেও ১২ অক্টোবর সিবিআই দফতর ঘেরাও করেন। আবার 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা'র আহ্বানে ১৭ অক্টোবর কয়েক হাজার মহিলা কর্মসূচিতে যোগ দেন।

অভূতপূর্ব গণজাগরণ

এ এক অভূতপূর্ব গণজাগরণ। যে জনগণ অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে এবং তাঁর খুনিদের, ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তির দাবিতে দিনের পর দিন মিছিল করেছেন, রাত জেগেছেন, তাঁরা তো এই মূল দাবিকে ভুলতে দিতে পারেন না। অন্য দাবিগুলি নিয়েও আন্দোলন করতে হবে, কিন্তু মূল দাবিটিকে কোনও ভাবেই পিছনে ঠেলে দেওয়া যাবে না। শাসক শ্রেণি বা কেন্দ্র-রাজ্যের ভূমিকায় মূল দাবিকে পেছনে ঠেলে দেওয়ার যে চক্রান্ত চলছে তাকে ব্যর্থ করতে হবে।

এই আন্দোলনে জনগণ কোনও রাজনৈতিক দলের ডাকে নয়, কোনও রাজনৈতিক দলের ব্যানারে নয়, তাঁরা এসেছিলেন বিবেকের আহ্বানে। অভয়ার ধর্ষণ-খুন তাঁদের অন্তরে যে গভীর অভিঘাত তৈরি করেছে তারই প্রতিক্রিয়ায় এ ভাবে হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মানুষ প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। তাই আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরা দৃঢ়ভাবে লড়াইকে শেষ পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন কি না, সেটাও সবাইকে লক্ষ রাখতে হবে। ব্যানার ছাড়াই যে আন্দোলনের শুরু তাকে কায়েমি স্বার্থবাহী শক্তিগুলি গদি দখলের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছে কি না, ভোটের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছে কি না, তা আন্দোলনে অংশ নেওয়া সংগ্রামী জনগণকেই খেয়ালে রাখতে হবে। ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে, আন্দোলনকে সঠিক রাস্তায় পরিচালনার পরিবর্তে ক্ষমতালিপ্সু কিছু দল আন্দোলনকে সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাঁরা প্রকাশ্যে প্রেস কনফারেন্স করে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মসূচিতে দলের কর্মী-সমর্থকদের এমন করে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন যেন সাধারণ মানুষ মনে করে আন্দোলনটা তাঁরাই পরিচালনা করছেন। চিহ্নিত নেতারা আন্দোলনের মঞ্চে হাজির হয়ে জনমনে এমন ধারণাকেই দৃঢ় করতে চাইছেন। এই সব শক্তির হাত থেকেও আন্দোলনকে রক্ষা করার দায়িত্ব সংগ্রামী জনগণেরই।

আন্দোলনে ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য জয় অর্জিত হয়েছে

জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন ও নাগরিক আন্দোলন ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি আদায় করতে সক্ষম হয়েছে। আন্দোলনের চাপেই ১) সিবিআই পূর্বতন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে, টালা থানার ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছে। ২) মুখ্যমন্ত্রী বাধ্য হয়েছেন স্বাস্থ্যভবনের সামনে আন্দোলনকারীদের কাছে এসে তাঁদের কথা শুনতে, যা এর আগে কোনও মুখ্যমন্ত্রী করেননি। ৩) অনড় মনোভাব থেকে সরে এসে মুখ্যমন্ত্রীকে জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি মতো

সাতের পাতায় দেখুন

● *জলপাইগুড়িতে মহিলাদের মিছিল। ১৮ অক্টোবর*

✦✦ বিস্ফোরণে খনি শ্রমিকের মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণের দাবি

বীরভূমের খয়রাশোলে কয়লা খনিতে বিস্ফোরণে আট জন শ্রমিকের মৃত্যু প্রসঙ্গে এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস ৮ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, কয়লা খনিতে কর্মরত সমস্ত শ্রমিকদের সকল প্রকার নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা কয়লা খনির পরিচালকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু কয়লা খনিগুলি সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে থাকার সময় যতটুকু শ্রমিকদের নিরাপত্তা ছিল, আজ বেসরকারি মালিকানাধীন কয়লা খনিতে সেই নিরাপত্তাটুকুও নেই।

এআইইউটিইউসি-র দাবি, মৃত শ্রমিকদের পরিবারকে এককালীন ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ সহ একজন সদস্যের চাকরির ব্যবস্থা অবিলম্বে করতে হবে, আহত শ্রমিকদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা এবং এককালীন ২৫ লক্ষ টাকা আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, এই দুর্ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে, কয়লা খনিতে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, কয়লা খনির বেসরকারিকরণ বন্ধকরতে হবে।

✦✦ এআইইউটিইউসি-র দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন

২০ অক্টোবর এআইইউটিইউসি তৃতীয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সম্মেলন শহিদ বেদিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জৈমিনি বর্মন, রাজ্য কমিটির সদস্য অংশুধর মণ্ডল ও সভার সভাপতি প্রভাস মণ্ডল। এ ছাড়াও মাল্যদান করেন মোটরভ্যান, আশা, ওয়াটার কেরিয়ার, টিডির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনের শুরুতে মূল প্রস্তাব পাঠ করেন সাগর সরকার। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন মোটরভ্যান, আশা, ওয়াটার কেরিয়ার, টিডির সদস্যবৃন্দরা। সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য অংশুধর মণ্ডল এবং মূল বক্তা জৈমিনি বর্মনের বক্তব্যের পর প্রভাস মণ্ডলকে সভাপতি ও অমৃত বর্মনকে সম্পাদক এবং সাগর সরকারকে অফিস সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ সহ ১৬ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

✦✦ গোপালনগরে নাগরিক কনভেনশন

২৮সেপ্টেম্বর পাথরপ্রতিমার গোপালনগর অঞ্চলের আমন্ত্রণ হলে তিলোত্তমার বিচারের দাবি এবং এলাকার যে কোনও অন্যায়-অবিচার প্রতিরোধে নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হল। আর জি কাণ্ডের শুরু থেকেই 'জাস্টিসে'র দাবিতে রাত দখল, আলো নিভিয়ে মোমবাতি মিছিল, প্রতিবাদ মিছিল প্রভৃতি আন্দোলনে অঞ্চলের সমস্ত স্তরের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রায় দুই শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এই নাগরিক কনভেনশনে প্রধান অতিথি ছিলেন আর জি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তনী ডাঃ নীলরতন নাইয়া। কনভেনশন থেকে কৃষ্ণপদ গিরিকে সম্পাদক করে শক্তিশালী একটি কমিটি গঠিত হয়। আন্দোলন, কনভেনশন এবং কমিটিতে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষের প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য।

✦✦ ডিএ-র দাবি কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের

আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির ফলে বেতনের ক্ষতিপূরণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্মচারীদের ৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর কথা ঘোষণা করেছে। এই প্রসঙ্গে এআইইউটিইউসি-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা মোট ৫৩ শতাংশ বাড়লেও পশ্চিমবঙ্গে কর্মচারী ও শিক্ষক সহ সরকার-পোষিত কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়ানো হয়েছে মাত্র ১৪ শতাংশ, যা অন্যান্য রাজ্য থেকে অনেক কম। মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর ন্যায়সঙ্গত দাবিতে এই রাজ্যের সরকার-পোষিত কর্মচারী ও শিক্ষকরা বহু বছর ধরে আন্দোলন করছেন। আমরা দাবি করছি, আন্দোলনরত সরকার-পোষিত কর্মচারী ও শিক্ষকবৃন্দের দাবি মেনে নিয়ে অবিলম্বে রাজ্য সরকার মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর ঘোষণা করে তা কার্যকর করুক।

অবসরপ্রাপ্তদের দাবি ঃ অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কার্তিক সাহা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার জুলাই থেকে ৩ শতাংশ ডিএ বৃদ্ধি করার ফলে রাজ্যের সঙ্গে ফারাক বেড়ে হল ৩৯ শতাংশ। বর্তমানের অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতিতে রাজ্যের উচিত ছিল কিছু সুরাহা দেওয়ার জন্য ডিএ বৃদ্ধি করা। কিন্তু রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ উদাসীন। তাতে অবসরপ্রাপ্তদের জীবন দুর্বিষহ হচ্ছে। ডিএ না বাড়লে তাঁদের কিছুই বাড়ে না। তাই আমাদের দাবি, অবিলম্বে ডিএ বৃদ্ধির ঘোষণা করুক রাজ্য সরকার। এই দাবিতে সংশ্লিষ্ট সকলকে সোচ্চার হওয়ার আবেদন জানাই।

প্যালেস্টাইনের উপর ইজরায়েলি আক্রমণের প্রতিবাদে এসইউসিআই (সি) সহ বামপন্থী দলগুলোর বাঙ্গালোর ফ্রিডম পার্ক থেকে যৌথ মিছিল। ১৫ অক্টোবর

আসামে ছাত্রসংসদে এআইডিএসও জয়ী

৮ অক্টোবর গুয়াহাটির কামাখ্যারাম বরুয়া মহিলা কলেজের ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এ আই ডি এস ও-র প্রার্থীরা চারটি গুরুত্বপূর্ণ পদে বিজয়ী হন। সাধারণ সম্পাদক পদে দীপিকা সেন, সহকারী সাধারণ সম্পাদক সুজাতা মণ্ডল, আলোচনা সম্পাদক স্নেহা পারবিন ও সমাজসেবা সম্পাদক পিংকি পারবিন বিজয়ী হন। সাম্প্রদায়িক ও উগ্র প্রাদেশিকতাবাদী শক্তির অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে এ আই ডি এস ও-র প্রার্থীদের ছাত্রীরা নির্বাচিত করায় সংগঠনের রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে ছাত্রীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হয়।

সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক বলেন, কলেজের ভেতরে ও বাইরে শিক্ষার সমস্যা নিয়ে এআইডিএসও-র কর্মীরা যে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছে এর প্রতিফলন ঘটেছে আজকের নির্বাচনে। ছাত্রী ও মহিলাদের উপর ঘটে চলা আক্রমণের বিরুদ্ধে, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল ও সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষার দাবিতে আন্দোলন এবং সংগঠনের নেতৃত্বে দেশজুড়ে পরিচালিত সংগ্রাম ছাত্রছাত্রীদের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছে।

রাজ্যে রাজ্যে ছাত্র সম্মেলন

ত্রিপুরা ঃ ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর ভারতের বিপ্লবী ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও-র দ্বিতীয় ত্রিপুরা রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ্য অধিবেশনের পর এক ছাত্র মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে সিটি সেন্টারে শেষ হয়। প্রতিনিধি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা প্রেস ক্লাবে। প্রথমে রাজ্যের শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রতিনিধি সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি প্রোজ্জ্বল দেব, রাজ্য সভাপতি মৃদুল কান্তি সরকার, রাজ্য সম্পাদক রামপ্রসাদ আচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সম্মেলনে রাজু আচার্যকে সম্পাদক ও রামপ্রসাদ আচার্যকে সভাপতি করে ২৮ জনের এআইডিএসও ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। পরে প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের গণআন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক অরুণ কুমার ভৌমিক।

ছত্তিশগড় ঃ ১ অক্টোবর ছত্তিশগড়ের রায়পুরে অনুষ্ঠিত হল এ আই ডি এস ও-র দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনের শুরুতে সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সমর মাহাতো। প্রতিনিধি অধিবেশনে জাতীয় শিক্ষানীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি-মানবতার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মহিলাদের উপর ক্রমবর্ধমান আক্রমণ রোধে প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার দাবি ওঠে।

সংগঠনের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অতীন সাহু প্রতিনিধি অধিবেশন পরিচালনা করেন। ছত্তিশগড় সরকার ৪ হাজার ৭৭টি স্কুল বন্ধের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সম্মেলনে তার তীব্র নিন্দা করা হয়। শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ এবং শিক্ষার পরিকাঠামো উন্নত করার দাবি জানান প্রতিনিধিরা। এ আই ডি এস ও-র পূর্বতন রাজ্য কো-অর্ডিনেটর এবং এস ইউ সি আই (সি) দলের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ হারোড়ে সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

বীরভূমে শ্রমিক মৃত্যু

একের পাতার পর

ঘোষণা মতে মৃত ৮ জন এবং আহত বেশ কয়েকজন। বেসরকারি মতে হতাহতের সংখ্যা আরও বেশি। বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই তীব্র ছিল যে কয়েকজন শ্রমিকের দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, ডিএনএ টেস্ট ছাড়া যা শনাক্ত করা অসম্ভব। একটু দূরে কিছু শ্রমিক কিছুক্ষণের জন্য সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। যে গাড়িটিতে বিস্ফোরক ছিল তা দুমড়ে মুচড়ে যায়। আহত হয়ে যারা সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হন তার মধ্যে ছাড়া পেয়েছেন একজন শ্রমিক খাঁদু মারান্ডি, তিনি সম্পূর্ণ বধির হয়ে গেছেন। এখনও পর্যন্ত এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ অজানা।

গঙ্গারামচক খোলামুখ কয়লা খনি পিডিসিএল-এর লাইসেন্সপ্রাপ্ত এবং তারই পরিচালনাধীন। কিন্তু কয়লা উত্তোলন করার জন্য 'গঙ্গারামচক মাইনিং প্রাইভেট লিমিটেড' নামক একটি বেসরকারি কোম্পানিকে পিডিসিএল বরাত দিয়েছে। তারা ২০১৮ সাল থেকে এখানে কয়লা উত্তোলন করছে এবং বিপুল হারে মুনাফা করে চলেছে। বেসরকারি সংস্থাগুলির মুনাফার পাহাড় গড়ার জন্য সুকৌশলী পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। খয়রাশোল ব্লকের কাঁকরতলা থানা, লোকপুর থানার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কয়লার ভাণ্ডার রয়েছে। আর একই কায়দায় সেই ভাণ্ডার লুট করছে নানা কোম্পানি। কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসক দল ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতে সুদীর্ঘ বছর ধরে এখানে গড়ে উঠেছে একদল কয়লা মাফিয়া। এটা তাদেরই রাজত্ব। সিপিএম পরিচালিত বামফ্রন্ট সরকারের আমল থেকে এখনও পর্যন্ত একই ভাবে চলছে। কয়লার দখলদারি, এলাকার দখলদারি নিয়ে বোমাবাজি, খুন-সন্ত্রাস এখানে মানুষের নিত্যসঙ্গী। শ্রমিক সাধারণ মানুষের টুঁ শব্দ করার উপায় নেই।

নিহত শ্রমিকদের পরিবারের সঙ্গে এআইইউটিইউসি নেতৃবৃন্দ

গঙ্গারামচক খোলামুখ খনি তৈরি করার সময় থেকেই বাস্তবপুর আদিবাসী পাড়া, দেবগঞ্জ, কৃষ্ণপুর, ভাদুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে বসবাসরত আদিবাসী ও গরিব মানুষেরা প্রতিবাদ আন্দোলন করেছিলেন। শাল, মহুয়া অন্যান্য গাছগাছালির পাতা এবং নানা বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে এই সহজ সরল আদিবাসী পরিবারগুলো দিনযাপন করত। তাই স্বাভাবিকভাবে বন ধ্বংস করে পরিবেশ দূষণের বিরুদ্ধে তাদের ছিল প্রতিবাদ। কিন্তু প্রশাসন এবং ওইসব দুষ্কৃতীরা মানুষের প্রতিবাদকে আমল দেয়নি। তারা স্বপ্ন দেখিয়েছিল খনি হলে কাজ পাবে, রোজগার বাড়বে, তাদের জীবনে কতই না স্বাচ্ছন্দ্য আসবে! মিথ্যা প্রতিশ্রুতি আর জোর খাটিয়ে তারা এই খোলামুখ খনি চালু করে। মালিক দক্ষ শ্রমিক নিয়োগ না করে, অতি মুনাফার লোভে স্থানীয় শ্রমিকদের ট্রেনিং না দিয়েই বিপদের ঝুঁকির মধ্যে তাদের দিয়ে কয়লা উত্তোলন শুরু করে। অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে গর্ত করে ডিটোনেটার এবং জিলোটিন স্টিক দিয়ে তারের সাহায্যে দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ঘটানো হয় নিয়মিত। বাড়িগুলিতে মাঝেমাঝেই ফাটল ধরে এবং ইতিপূর্বে কিছু কিছু দুর্ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু জঙ্গলে ঘেরা ওই সমস্ত এলাকায় বাইরের লোককে ঢুকতে না দিয়ে জোর করে তা চাপা দিয়েছে মালিকরা। প্রশাসনের কিছুই অজানা নয়। এখানে শ্রমিকদের সেফটি, সিকিউরিটি কিছু নেই। মাস্ক, সেফটি স্যু, হেলমেট, বার্ন প্রুফ কিটস (জামা কাপড়) কিছুই নেই। ২০১১ সালে প্রতিষ্ঠিত হাই পাওয়ার কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী কয়লা খনি শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন যেখানে ৩৭০০০ টাকা, এখানে দেওয়া হয় ১৩৫০০-১৬০০০ টাকা। কোনওরকম শ্রমবিধি মানা হয় না। নেতা মন্ত্রী আর সরকারি অফিসাররা নানা অনুষ্ঠানে ঘটা করে শ্রমবিধি, শ্রমিক সুরক্ষার যে কথাগুলো বলেন তা যে কত হাস্যকর এই সমস্ত এলাকায় এলেই বোঝা যায়। বিস্ফোরণের পর পরই প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহতদের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৩২ লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে এই টাকা তারা ধার্য করলেন? একজন কর্মরত শ্রমিক যা বেতন পাবেন তার বাকি কর্মজীবন এবং অন্যান্য বেনিফিটগুলি ধরেই তো তার হিসাব হবে। সে রাস্তায় তারা যাচ্ছেন না। সে ক্ষেত্রে একেকজন শ্রমিকের প্রাপ্য এক এক রকম হবে এবং তা নিশ্চয়ই ওই ৩২ লক্ষ টাকা মাত্র নয়।

এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর দিনই এসইউসিআই (সি)-র পক্ষ থেকে জেলা সদরে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়, জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশনে দলের নেতৃবৃন্দ এই দাবিগুলো উত্থাপন করেন। তাঁরা দাবি করেন, যাদের অবহেলা এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় এই বীভৎস ঘটনা ঘটতে পারল উপযুক্ত তদন্ত করে সেই সব দোষীদের কঠোর শাস্তি, মৃতদের পরিবারকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং একজনের সরকারি স্থায়ী চাকরি, আহতদের ২৫ লক্ষ করে টাকা, সুচিকিৎসা, শ্রমিক সুরক্ষা এবং ন্যূনতম মজুরি চালু করা সহ প্রাথমিকভাবে ৭ দফা দাবি জানানো হয়। দলের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে একটি টিম পরদিন ৯ অক্টোবর বিস্ফোরণস্থল সহ এলাকা পরিদর্শন করে। তাঁরা গ্রামগুলিতে যান, দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারগুলিতে গিয়ে তাদের সমবেদনা জানান, পাশে থাকার বার্তা দেন। এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকেও প্রতিনিধিরা ওই এলাকাগুলিতে একাধিকবার গিয়েছেন। গ্রামবাসী এবং শ্রমিকদের নিয়ে বৈঠক করেছেন। তাদের ক্ষতিপূরণ, ন্যায্য মজুরি ও সেফটি সিকিউরিটি চালু করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেন। এলাকায় ভয়-ভীতি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষকে সংগঠিত করে আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে আমাদের দল ব্যাপৃত আছে।

আর জি কর ঃ দিল্লির রাজপথে ছাত্র-যুব-মহিলারা

১৭ অক্টোবর এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং এআইএমএসএস-এর দিল্লি রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আর জি কর আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দিল্লি ছাড়াও হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ থেকে বহু ছাত্র-যুব-মহিলা ও সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। দিল্লি এআইডিএসও-র সহ সভাপতি সুমন, এআইডিওয়াইও-র ঋতু আসওয়াল, এআইএমএসএস-এর সম্পাদক ঋতু কৌশিক ও সহ সভাপতি সারদা দীক্ষিত বক্তব্য রাখেন। চলমান আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন হরিয়ানার ছাত্রনেতা হরিশ, মধ্যপ্রদেশের ছাত্রনেতা সুনীল সেন, মধ্যপ্রদেশের যুবনেতা প্রমোদ নামদেব। ছাত্ররা প্রতিবাদী গান করেন। বিক্ষোভ সভার শেষ হয় একটি মিছিলের মধ্য দিয়ে। সভা পরিচালনা করেন দিল্লি এআইডিএসও-র সম্পাদক মৌসম কুমারী। সভা থেকে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিতে সিবিআই কেন্দ্রীয় দপ্তরেও স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়।

ক্ষমতাদর্পী বনাম ক্ষমতালিপ্সুর লড়াই

একের পাতার পর

পাঁচ ঘণ্টা ধরে রেড রোডে দুর্গা প্রতিমার শোভাযাত্রা চলল। অন্যান্য বারের মতোই মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর সঙ্গী মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়ক সহ ফিল্ম জগতের তারকারা মহা-সমারোহে নাচে-গানে আসর মাতালেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও ব্যক্তিগতভাবে অংশ নিলেন হুল্লোড়ে। খোদ রাজধানী শহরের বুকে এমন একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। সরকারি হাসপাতালের মতো জনাকীর্ণ একটি জায়গা নিজস্ব কর্মক্ষেত্র হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অভাবনীয় ভাবে সামান্য নিরাপত্তাটুকু পেলেন না চিকিৎসক-ছাত্রীটি— তাঁকে সেই নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হল রাজ্য প্রশাসন। অথচ তা নিয়ে সামান্যতম লজ্জার প্রকাশটুকুও দেখতে পাওয়া গেল না কার্নিভালে হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর সহচরদের আচরণে। রাজ্যের শোকগ্রস্ত, বিক্ষুব্ধ মানুষের ধিক্কারের সামান্যতম পরোয়াও করলেন না তাঁরা। প্রমাণ করলেন, শাসন-ক্ষমতা দখলে এলে শাসকের বুকে জমে ওঠে শুধুই দম্ভ— সহনাগরিকের বেদনা-যন্ত্রণা সেখানে পৌঁছতে পারে না।

সরকারের এই চরম নির্লজ্জ আচরণের নিন্দায় মানুষ যখন ধিক্কারে ফেটে পড়ছে, ক্ষোভ জানাচ্ছে, যখন তারা মনে মনে চাইছে, মৃত্যুশোকের এই অন্ধকার সময়ে উৎসবের নিষ্ঠুর অট্টহাসি বন্ধ হোক, তখন তারই প্রতিবাদের নামে সিনিয়র চিকিৎসকদের একটি সংগঠন ও সিপিআই(এম) নিয়ন্ত্রিত কয়েকটি মঞ্চ ডাক দিল পাল্টা একটি 'কার্নিভাল'-এর। মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখল, তার নাম দেওয়া হয়েছে 'দ্রোহের কার্নিভাল'! ইংরেজি 'কার্নিভাল' শব্দের অর্থ— আনন্দোৎসব, যেখানে উজ্জ্বল পোশাকে সেজে হৈ-হুল্লোড়ে মাতে মানুষ। চোখের সামনে যখন আমরা এক মেধাবী কন্যার সফল চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন চুরমার হয়ে যেতে দেখলাম, সন্তানহারা মা-বাবার জীবনের সব আলো যখন নিভে গেল, রাজ্যের প্রতিটি মানুষের বুকে শোক যখন পাথরের মতো ভারী, আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা যখন না খেয়ে প্রতিবাদ করছেন— তখন অনশন-মঞ্চ থেকে ঢিলছোঁড়া দূরত্বে 'উৎসব'-এর ডাক দেওয়া মানবিক হল কি?

প্রতিবাদের নামে সেই উৎসব সে দিন কেমন ভাবে পালন করল রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের জমায়েত? ঢাকের পরে ঢাক বাজানো হল, তালে তালে উদ্দাম নৃত্য চলল, গান-হাসি-হুল্লোড়ে মাতল উপস্থিত জনতা। সঙ্গে অবশ্য প্রতিবাদী স্লোগানও ছিল— কিন্তু সেই স্লোগানের বড় অংশ জুড়ে, আন্দোলন তীব্রতর করে ন্যায়বিচার আদায়ের আহ্বান নয়, ছিল শাসক বদলের ডাক। রাত নামা পর্যন্ত চলল এই নাচ-গান-হুল্লোড়বাজি। জুনিয়র ডাক্তারদের আহ্বানে দিনের পর দিন পথে নেমে স্লোগান তুলেছেন যে আপামর জনসাধারণ, রাতের পর রাত জেগে ন্যায়বিচার চেয়ে সোচ্চার হয়েছেন যেসব মানুষ— মৃত্যুশোক জমাটবাঁধা তাঁদের বুকে প্রবল আঘাত করে গেল প্রতিবাদের নামে এই উৎকট-উৎসবের সোল্লাস চিৎকার।

স্বাভাবিকভাবেই মানুষ প্রশ্ন তুলেছেন— এর নাম কি প্রতিবাদ? এই কি প্রতিবাদের সংস্কৃতি! তাঁদের জিজ্ঞাসা— প্রতিবাদের নামে যাঁরা উৎসবের ডাক দিলেন, তাঁরা সত্যিই 'অভয়া'র ন্যায়বিচার চান তো? সত্যিই কি তাঁরা চান যে, সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা দুর্নীতিচক্রের অবসান হোক? নাকি তাঁদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভিন্ন? যে কোনও প্রকারে সরকারি ক্ষমতা দখল করাই তাঁদের পাখির চোখ নয় তো? কিন্তু ক্ষমতা দখলের কানাগলিতে এই মহৎ আন্দোলন হারিয়ে গেলে অতীতের মতোই অন্য কোনও দলের ছত্রছায়ায় জাঁকিয়ে বসবে দুষ্কৃতীরা, দুর্নীতি বা নারীর অবমাননা তাতে এক চুলও কমবে না।

জনশ্রুতি কিন্তু বলছে, সরকারি কার্নিভালের উত্তরে আরেকটি কার্নিভালের মত্ততায় দ্রোহের স্বর চাপা পড়ে গেছে। সরকারি 'পূজা কার্নিভাল' যদি হয় ক্ষমতাদর্পীর দাপটের প্রকাশ, তা হলে 'দ্রোহের কার্নিভাল' হয়ে গেছে নিছক ক্ষমতালিপ্সুর আস্ফালন।

ওষুধের দাম ৫০ শতাংশ বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার

পুঁজিপতিদের পৌষমাস, জনগণের সর্বনাশ

এ বছর এপ্রিলে প্যারাসিটামল সহ ৮০০টি ওষুধের দাম বাড়ার পর অক্টোবরে আবার ৫০ শতাংশ হারে বাড়ছে ৮টি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম। চমকে ওঠার মতো বিষয়। ওষুধ তো আলু-পটল নয় যে, একটার দাম বাড়লে আরেকটা দিয়ে চালানো যাবে। এর সাথে মানুষের বাঁচা-মরা জড়িয়ে রয়েছে। এই ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির বাজারে একটা কথা মানুষের মুখে মুখে প্রায়ই ঘোরে— খাবার না খেলেও হবে, কিন্তু যে করেই হোক ওষুধ তো খেতে হবে। আগুন দামের জন্য অন্যান্য খাবার কিনতে না পারলেও ওষুধ কিনে খেতে বাধ্য হন মানুষ। এই যখন অবস্থা তখন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিকাল প্রাইসিং অথরিটি বা এনপিপিএ-কে অনুমোদন দিয়েছে ওষুধের দাম বিপুল হারে বাড়ানোর জন্য।

শুধু এ বছরই রেড্ডি ল্যাবরেটরিজ লাভ করেছে ২৬০০ কোটি টাকা, সিপলা ২৪০০ কোটি টাকা, সান ফার্মা ১৬০০ কোটি টাকা। তাদের লাভের অঙ্ক এতটাই বিপুল যে দেশের শীর্ষস্থানীয় পুঁজি-মালিকদের মধ্যে বেশ উপরের দিকে রয়েছে এই ওষুধ কোম্পানিগুলি।

এমন অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধির কারণ কী? কোম্পানিগুলির যুক্তি, ওষুধ তৈরির কাঁচামালের দাম অত্যন্ত বেড়েছে, ফলে তৈরির খরচ বেড়েছে। এই ওষুধগুলি যাতে বাজার থেকে উধাও হয়ে না যায়, তাই বৃহত্তর স্বার্থের দিকে তাকিয়েই নাকি দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত! সে জন্য অ্যাজমা, গ্লুকোমা, থ্যালাসেমিয়া, যক্ষ্মা ও মানসিক অসুখের ওষুধ সহ অন্যান্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম ৫০ শতাংশ বাড়ানার সিদ্ধান্ত। স্বভাবতই এর মাশুল গুনতে হবে জনসাধারণকে।

এই দামবৃদ্ধির আক্রমণ থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য সরকারের কি কিছুই করার ছিল না? সরকার কি খতিয়ে দেখেছে— এই দামবৃদ্ধির সত্যই প্রয়োজনীয় ছিল কি না। যদি তা-ই হয় তবে কাঁচামালের দামবৃদ্ধি জনিত উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি কি সরকার জনস্বার্থে ভর্তুকি দিয়ে সামাল দিতে পারত না? সরকার তো পুঁজিপতিদের কোটি কোটি টাকা ভর্তুকি দেয়। ব্যাঙ্ক থেকে পুঁজিপতিরা ঋণ নিয়ে শোধ না করলে সরকার তা শোধ করে। এসব ক্ষেত্রে তো সরকারের টাকার অভাব হয় না। দেশের জনগণের চিকিৎসার কথা ভেবে এই ভর্তুকি দেওয়া জরুরি ছিল।

দেশের ২৪ কোটি মানুষ অতি দারিদ্রে ডুবে রয়েছেন। ওষুধের এই ব্যাপক দামবৃদ্ধিতে তাদের উপর কি আরও ভারি বোঝা চাপবে না? সমাজের বড় একটা অংশ কি চিকিৎসার সুযোগের বাইরে চলে যাবে না? দেশে দু'রকমের ওষুধের তালিকা রয়েছে। প্রয়োজনীয় ওষুধ বা শিডিউলড ড্রাগস ও নন-শিডিউলড ড্রাগস। সরকার থেকে প্রয়োজনীয় ওষুধের দাম বেঁধে দেওয়া হয় প্রতি বছর। তার পরও সেগুলির দাম বেড়ে চলেছে। আর নন-শিডিউলড ওষুধের দাম তো ওষুধ কোম্পানিগুলি সরকারের অনুমতি নিয়ে ইচ্ছামতো নির্ধারণ করে। বিশ্বের ২০ শতাংশ জেনেরিক ওষুধ ভারত থেকে নানা দেশে রপ্তানি হওয়ার জন্য ভারতকে বিশ্বের ফার্মেসি বলা হয়। তা হলে সেই দেশের মানুষের জন্য ওষুধ-সঙ্কটের অজুহাত দেওয়া হচ্ছে কেন? বিপুল দামবৃদ্ধি করে কর্পোরেট কোম্পানিগুলির মুনাফা আরও আকাশচুম্বী করাই কি এর উদ্দেশ্য নয়?

কাঁচামালের দাম কিছু বাড়ার জন্য কি ওষুধ কোম্পানিগুলির লোকসান হচ্ছে? তথ্য দেখাচ্ছে, ওষুধ কোম্পানিগুলির লাভ বেড়েই চলেছে উত্তরোত্তর। রেড্ডি ল্যাবরেটরিজ, সিপলা, সান ফার্মা, অরবিন্দ ফার্মা, ডিভিজ ল্যাবরেটরি, অ্যালকেম, ম্যানকাইন্ড, গ্লেনমার্ক, অ্যাবট, টরেন্ট ফার্মাসিউটিক্যালের মতো বড় ওষুধ কোম্পানিগুলি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা মুনাফা করছে। শুধু এ বছরই রেড্ডি ল্যাবরেটরিজ লাভ করেছে ২৬০০ কোটি টাকা, সিপলা ২৪০০ কোটি টাকা, সান ফার্মা ১৬০০ কোটি টাকা। তাদের লাভের অঙ্ক এতটাই বিপুল যে দেশের শীর্ষস্থানীয় পুঁজি মালিকদের মধ্যে বেশ উপরের দিকে রয়েছে এই ওষুধ কোম্পানিগুলি। তা সত্ত্বেও ক্ষতির অজুহাত মানছে কেন সরকার? ২০২৪-এ ৯৪৫ কোটি টাকার বন্ড বিজেপি সহ নানা রাজ্যের শাসক দলকে দিয়েছিল ৩৫টি ওষুধ কোম্পানি। এর মধ্যে বিজেপির ভাণ্ডারে গিয়েছে ৩৯৩.৯৫ কোটি, বিআরএস-এর ৩২৮.৫ কোটি, কংগ্রেসের ১১৫.৪৫ কোটি। বাকিটা গিয়েছে টিডিপি সহ নানা রাজ্যের শাসক দলের ভাণ্ডারে। কোনও কোনও ওষুধ কোম্পানি নিম্নমানের ওষুধ উৎপাদন করার জরিমানা স্বরূপ শাসক দলকে নির্বাচনী বন্ড দিয়ে ছাড় পেয়েছে।

শাসক দল ও সরকারের সাথে ওষুধ কোম্পানিগুলির যোগসাজশ কত গভীর তা বোঝা যায় আরেকটি ঘটনায়। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় ২০২২-এ অরবিন্দ ফার্মার মালিক পি শরৎ রেড্ডি গ্রেপ্তার হওয়ার ৫ দিনের মধ্যেই বিজেপির ভাণ্ডারে ৫ কোটি টাকা ভেট দেয় তাঁর সংস্থা। ছাড়া পেতে সংস্থার মোট অনুদানের ৫৭ শতাংশ দেয় বিজেপিকে। ফলে সহজেই ওষুধের বিপুল দামবৃদ্ধির অবাধ সরকারি ছাড়পত্রের কারণটা পরিষ্কার হয়ে যায়।

বুর্জোয়া এই ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যকে পণ্য হিসাবে দেখা হয়, পরিষেবা হিসাবে নয়। এই ব্যবস্থার রক্ষক শাসক দলগুলি পুঁজিপতি শ্রেণির সেবক হিসাবে সব রকম নীতি নির্ধারণ করে। স্বাস্থ্যনীতি, ওষুধ নীতিও সেভাবেই নির্ধারিত হয়। তারা বহুজাতিক ওষুধ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে সাধারণ মানুষের স্বার্থকে বিকিয়ে দেয়। এদের দাক্ষিণ্যে ভোটে বিপুল ব্যয় করে ক্ষমতাপিপাসু দলগুলি। শাসক দলের ভাণ্ডারে উপচানো নির্বাচনী বন্ড তার জ্বলন্ত উদাহরণ। সে জন্যই জনস্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে বরাদ্দ ক্রমশ কমিয়ে পুঁজিমালিকদের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দেওয়াই আজ সরকারগুলোর একমাত্র 'কর্তব্য'। আর এই কর্তব্যপালনে সবাইকে ছাপিয়ে গেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার।

সিপিডিআরএস-এর ডেপুটেশন

রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন গণআন্দোলনের কর্মীদের বাড়িতে কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনআইএ-র তল্লাশি ও হয়রানির প্রতিবাদ জানিয়ে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ১ অক্টোবর এক বিবৃতিতে বলেন, দু'বছর আগে রাঁচিতে এফআইআর হওয়া একটি মামলার তদন্তে রাজ্যজুড়ে গণআন্দোলনের কর্মীদের বাড়ি বাড়ি এনআইএ-র এই তল্লাশি অভিযান রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বলেন, এনআইএ প্রতিষ্ঠানটিই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক। একে বাতিল করতে হবে।

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবি

একের পাতার পর

পুলিশ কমিশনার, ডিসি নর্থ, ডিরেক্টর অফ মেডিকেল এডুকেশন (ডিএমই), ডিরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস (ডিএইচএস)-দের তাঁদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। ৪) আর জি করে জুনিয়র ডাক্তার আন্দোলনের নেতা অনিকেত মাহাতো সহ তাঁর সহকর্মীদের আন্দোলনের চাপে থ্রেট সিন্ডিকেটের মাথাদের চিহ্নিত করে শাস্তি দেওয়ার দাবি মেনে নিয়ে কলেজে এনকোয়ারি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি তোলাবাজি ও হুমকির জন্য দায়ী ১০ জন টিএমসিপি নেতাকে বহিষ্কার সহ ৫৯ জনকে শাস্তি দিতে বাধ্য করেছে। ৫) হাসপাতালে চিকিৎসক-নার্স সহ সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীদের নিরাপত্তার দাবিতে সিসিটিভি বসানোর মতো পরিকাঠামোগত উন্নয়নের পদক্ষেপ দ্রুত নিতে বাধ্য হয়েছে প্রশাসন। সর্বোপরি জুনিয়র ডাক্তারদের এই আন্দোলন দেশের মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটিয়ে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে, যা আগামী দিনেও যে কোনও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা নেবে।

'জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা'-র ডাকে সিবিআই দপ্তরে মহিলা বিক্ষোভ। ১৭ অক্টোবর

খুন-ধর্ষণ কমবে কী করে

চিন্তাশীল মানুষের মধ্যে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, যখন আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ বইছে তখনও খুন-ধর্ষণের ঘটনা একের পর এক ঘটতে পারছে কী করে? এর অবসানই বা কী ভাবে ঘটবে? এ সব প্রশ্ন মানুষকে খুবই ভাবাচ্ছে। বাস্তবে পুঁজিবাদের সেবাদাস শাসক দলগুলির নীতিহীন রাজনীতির পরিণামে সমাজে নীতি-নৈতিকতার মান ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। সরকারি মদতে মদ, ড্রাগ সহ নানা নেশার প্রকোপ বাড়ছে, নোংরা ছবি, পর্নোগ্রাফির রমরমা ঘটছে। তার সঙ্গে শাসক দলগুলির টাকার বিনিময়ে বেকার যুবকদের ভোটের প্রচারে নামানো, ছাপ্পা ভোট, রিগিংয়ের কাজে লাগানো, বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের উপর দমন-পীড়ন চালানোর মতো ঘটনাও সমাজে নৈতিকতার মান যেমন দ্রুত নামিয়ে দিচ্ছে, তেমনই নতুন নতুন দুষ্কৃতীর জন্ম দিচ্ছে। এই সব কিছু মিলিয়ে সমাজ পরিবেশ যে ভাবে দূষিত হয়ে পড়ছে, তারই পরিণতি ক্রমাগত খুন-ধর্ষণের মতো অপরাধী বেড়ে চলা।

প্রয়োজন জনগণের আন্দোলন কমিটি

তাই সমাজে খুন-ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধ বন্ধ করতে হলে এই দুষ্ট রাজনীতিকে যেমন পরাস্ত করতে হবে তেমনই সুস্থ সংস্কৃতির চর্চাকে বাড়াতে শক্তিশালী বিকল্প নৈতিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মনীষীদের জীবনসংগ্রাম নিয়ে চর্চা করতে হবে। শুধু হা-হুতাশ করে কোনও লাভ হবে না। যে কোনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে জনগণের কমিটি গড়ে তুলতে হবে, সৎ ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

এর পরেও জনজীবনে বহু সঙ্কট আসবে, তার বিরুদ্ধেও এমন করেই ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করতে হবে। লড়াই কার বিরুদ্ধে, কেন, এর প্রতিকার হিসাবে কী চাই, তাও জনগণকে ভাবতে হবে। এ সব নিয়ে আলোচনার জন্য জনগণের নিজস্ব কমিটিগুলিতে সাধারণ মানুষ নিজেরাই আন্দোলনের পদক্ষেপ নেবেন। এই পথেই আন্দোলন পৌঁছতে পারবে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 11 Bengali Weekly October 25, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

শারদীয়া বুকস্টলে ছাত্র-যুবদের আগ্রহ ছিল লক্ষণীয়

আর জি কর আন্দোলনের পরিস্থিতিতে এ বার এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর শারদীয় বুকস্টলে মানুষের বাড়তি আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। সারা রাজ্যে এবার প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের আর জি কর আন্দোলন নিয়ে বইটি গভীর আগ্রহে সংগ্রহ করেছেন সাধারণ মানুষ। বইটির ৪০ হাজার কপি অতি দ্রুত নিঃশেষিত হয়ে যায়। এ ছাড়াও কমরেড শিবদাস ঘোষের 'কেন এস ইউ সি আই (সি) ভারতের মাটিতে একমাত্র সাম্যবাদী দল' বইটি নিয়েও বিশেষ আগ্রহ ছিল। কমরেড প্রভাস ঘোষের 'ধর্মীয় চিন্তা— বিবেকানন্দ গান্ধীজি ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা এবং মার্ক্সবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' এবং 'কিশোরদের প্রতি' বইটি ভাল সংখ্যায় বিক্রি হয়েছে। ছাত্র-যুবদের মধ্যে মার্ক্সবাদী চিন্তানায়কদের বইয়ের প্রতি বিশেষ আগ্রহ লক্ষ করা গেছে। এ ছাড়াও মনীষীদের মূল্যায়ন সংক্রান্ত বইগুলিও মানুষ আগ্রহ নিয়ে সংগ্রহ করেছেন।

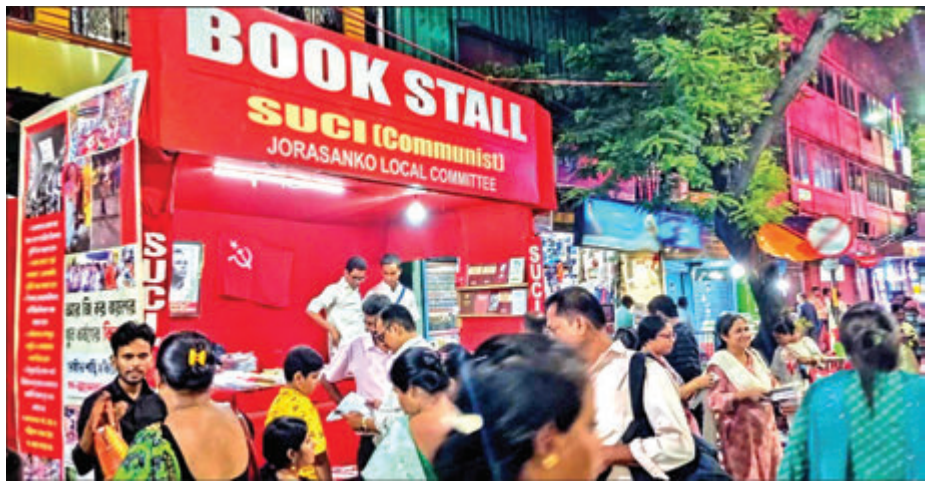

বুক স্টলে আগ্রহী মানুষের ভীড়

দলের পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে প্রায় ১১০০ স্টল ছাড়াও বহু ভ্রাম্যমান স্টল নিয়ে দলের কর্মীরা এলাকায় এলাকায় মানুষের কাছে পৌঁছেছেন। ট্রেনে ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যেও দলের বই পৌঁছে দিয়েছেন কর্মীরা। উৎসবের কয়েক দিন কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রম বহু সাধারণ মানুষের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছে। বহু মানুষ বই কিনে নাম ফোন নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করতে বলেছেন। আর জি কর আন্দোলনে দলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বারবার উল্লেখ করে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনে

এস ইউ সি আই (সি)-র প্রার্থী-তালিকা

১।	চন্দনকিয়ারি	ঃ কমরেড রাজু রাজওয়ার	৮।	গোড্ডা	ঃ কমরেড রাজু কুমার
২।	বোকারো	ঃ কমরেড রমেশ চন্দ্র মাহাতো	৯।	ঘাটশিলা	ঃ কমরেড দিকু বেসরা
৩।	ইচাগড়	ঃ কমরেড আশুদেব মাহাতো	১০।	পোটকা	ঃ কমরেড বিজন সর্দার
৪।	চাইবাসা	ঃ কমরেড চন্দ্রমোহন হেমব্রম	১১।	বাহারগোড়া	ঃ কমরেড হরপ্রসাদ সিং সোলাঙ্কি
৫।	ভবনাথপুর	ঃ কমরেড অজয় সিং	১২।	জামশেদপুর	ঃ কমরেড বিপিন মণ্ডল (পশ্চিম)
৬।	ঝরিয়া	ঃ কমরেড অনিল বাউরি	১৩।	হাতিয়া	ঃ কমরেড নির্মলা শর্মা
৭।	পাকুর	ঃ কমরেড সঞ্জয় কালিন্দি	১৪।	সরাইকেলা	ঃ কমরেড রত্না পুরতি

সংগ্রহ করুন

মুবিনুল হায়দার চৌধুরী
নির্বাচিত রচনাবলী
প্রথম খণ্ড
মূল্য ঃ ১০০ টাকা

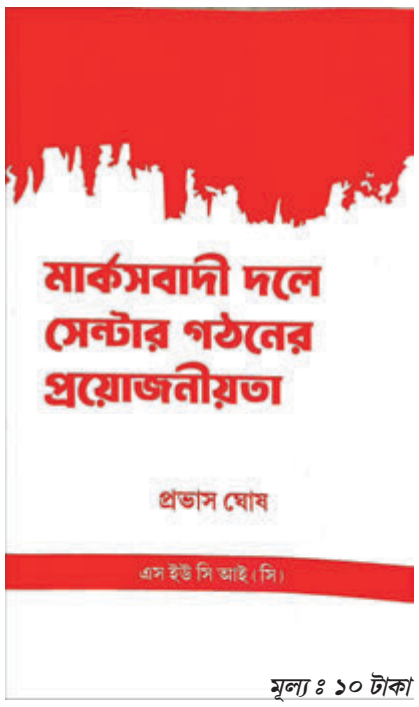

মূল্য ঃ ১০ টাকা

রাজ্য অফিসে পাওয়া যাচ্ছে

এ আই ডি ওয়াই ও-র সর্বভারতীয় যুব শিবির

ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা অনুশীলন কেন্দ্রে ২৭-২৯ সেপ্টেম্বর এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী সর্বভারতীয় যুবশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছয় শতাধিক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের 'যুবসমাজের প্রতি' ও 'সাম্প্রদায়িকতা প্রসঙ্গে' এই দুটি বই নিয়ে সংগঠনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সভাপতি রামানজানাপ্পা আলদাল্লি ও বর্তমান সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অমরজিৎ কুমার আলোচনা করেন। তারপর প্রতিনিধিদের রাজ্যগতভাবে আটটা গ্রুপে ভাগ করে প্রশ্নভিত্তিক আলোচনা পরিচালিত হয়। সর্বভারতীয় কমিটির সহ সভাপতি জি শশী কুমার 'প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যায় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজনীয়তা কেন'— সে বিষয়ে একটি ভিডিও সহযোগে আলোচনা করেন। তৃতীয় দিনে সব প্রশ্ন একত্রিত করে মূল আলোচনা করেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের পলিটবুরো সদস্য ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রাক্তন সর্বভারতীয় সম্পাদিকা কমরেড প্রতিভা নায়ক। শিবিরে নানা ধরনের খেলা ও বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে নাটক, সমবেত সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এ ছাড়া পোস্টার লেখা, সংগঠনের গান, দেওয়াল লিখন, মোবাইল ফটোগ্রাফির ওয়ার্কশপ হয়। শিবির পরিচালনা করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি নিরঞ্জন নস্কর।

হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ব্লকে পিয়ারীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের পরিচালনায় এবং আশা ও মিড-ডে মিল কর্মীদের সহায়তায় মেডিকেল ক্যাম্প ও ত্রাণ বিতরণ। ৮ অক্টোবর

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com